কলকাতা হাই কোর্ট

মহামান্য বিচারপতিদ্বয় **জয়মাল্য বাগচী এবং অজয় কুমার গুপ্তা**

পরীক্ষিত কাণ্ডার আলিয়া কাণ্ডার বনাম পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য

সি আর এ 163/২০১৬, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৪/১১/২০২২

(A) দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫), ধারা ৩৬৪, ধারা ৩০২-সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সালের ১), ধারা ২৪- অপহরণ ও হত্যা-বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি-নির্ভরযোগ্যতা-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নাবালিকাকে হত্যা করে এবং মৃতদেহ পুকুরে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রামবাসীদের সামনে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে বলে অভিযোগ-স্বীকারোক্তির আগে গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হেনস্থা করেছিল-স্বীকারোক্তিকে স্বেচ্ছামূলক বলা যায় না-মৃতদেহ উদ্ধারের তিন দিন পরে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল-তথ্যদাতা দাবি করেছিলেন যে তিনি পুনরুদ্ধারের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তি শুনেছিলেন, তবে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি এফ আই আরে অনুপস্থিত ছিল-ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন অনুসারে মৃতের ঠোঁটে এবং মাথায় আঘাত পাওয়া গিয়েছিল-স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষীদের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী ছিল-বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা, সন্দেহজনক। - দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজা বাতিল করা হল।

(অনুচ্ছেদ 21)

(B) সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সালের ১), ধারা ২৭-দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫), ধারা ৩৬৪, ধারা ৩০২-অপহরণ এবং হত্যা- পুনরুদ্ধারের প্রমাণ-নির্ভরযোগ্যতা-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নাবালিকাকে হত্যা করেছে এবং মৃতদেহ পুকুরে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ভুক্তভোগীর পোশাক পাওয়া গেছে-অভিযুক্তদের দেখানোর পরে উল্লিখিত জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে আই ও দাবি করেনি-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাসস্থান খালি ছিল এবং এফআইআর দায়ের করার তিন দিন পরে উদ্ধার কাজ করা হয়েছিল-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত বাড়িতে পিছনে পরিধেয় পোশাক পোঁতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না-অন্যান্য উদ্ধারকৃত বস্তু যেমন পাটের ব্যাগ, কম্বল এবং বালিশ নির্দোষ প্রকৃতির ছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের

জড়িত করার জন্য অপরাধমূলক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না-দোষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা বাতিল করা হল।

(অনুচ্ছেদ ২২,২৩)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে অরিন্দম জানা, সুমন্ত দাস, সৌমজিৎ চ্যাটার্জি, আরহান সেনগুপ্ত, শ্রীমতি মানসি রায়; প্রতিবাদী পক্ষে সুদীপ ঘোষ, বিতশোক ব্যানার্জি।

---

1. **রায়ঃ- অতিরিক্ত** জেলা ও দায়রা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক, প্রথম আদালত, কন্টাই দ্বারা সেশন ট্রায়াল নং ০৩/জুন/২০১৩ মামলায় প্রদত্ত ০৯/০২/২০১৬ এবং ১০/০২/২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় যাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২/২০১/৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাদের দশ বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০,০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান করা, অনাদায়ে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য প্রত্যেককে এক বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা, তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান করা, অনাদায়ে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য প্রত্যেককে এক বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা এবং প্রত্যেককে তিন বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড এবং ১০০০০/- টাকা জরিমানা,অনাদায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য প্রত্যেককে এক বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং সব সাজা একসাথে চলার আদেশ হয়েছিল।

প্রসিকিউশন মামলাঃ_

2. প্রসিকিউশন মামলা, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী .১৩.১২.২০০২-এ ০৭/৭.৩০ p.m. প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর ছেলে (P.W. 1) সে তার চাচার বাড়িতে গিয়েছিল।এরপর তিনি নিখোঁজ হন।পি ডবলু ১ এবং অন্যরা শিশুটির সন্ধান করলেও তাকে খুঁজে পায়নি।যখন তাঁরা পারুল মান্না ও স্বপন মান্নার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পি ডবলু ১ এবং অন্যদের -এর ঘরে কোনও দেবতা থাকার অজুহাতে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দেননি।পি ডবলু ১ পার্শ্ববর্তী পুকুরটি নিষ্কাশন করে কিন্তু শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।পরের দিন, অর্থাৎ ১৪.১২.২০১২ তে, একটি নিখোঁজ ডায়েরি (প্রদর্শ-১০) নথিভুক্ত করা হয়।১৫.১২.২০১২ তে , পি ডবলু ১

জানতে পারে যে তার ছেলের মৃতদেহ ভুতেশ্বর করণ নামে একজনের ট্যাঙ্কে ভাসছে।তিনি অন্যদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটির মাথা এবং ঠোঁটে ক্ষত দেখতে পান।যেহেতু আপিলকারীরা সন্দেহজনক আচরণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন, অর্থাৎ পরীক্ষিত কাণ্ডার শিশু পাচার সহ সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন। পি ডবলু ১ এই অপরাধে তাদের জড়িত থাকার সন্দেহ করেছিল।

3.১৮.১২.২০১২ তারিখে , তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যার ফলে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২/২০১/৩৪ ধারার অধীনে কন্টাই থানা মামলা নং৩৬৫/২০১২, তারিখ ১৮.১২.২০১২ নথিভুক্ত হয়।এটি লক্ষণীয় যে ১৫.১২.২০১২ তারিখে আপিলকারী পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কাণ্ডারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং কন্টাই এসডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।এফ আই আর নিবন্ধনের পর, তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি ডবলু ১৭) হাসপাতাল থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।২১.১২.২০১২ তারিখে, উক্ত আবেদনকারীদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পারুল মান্নার বাড়ি থেকে ছেলেটির পোশাক উদ্ধার করা হয়।পরীক্ষিত কাণ্ডারকে দেখিয়ে একটি ছেঁড়া পাটের ব্যাগ, বালিশ এবং কম্বলও উদ্ধার করা হয়।

4. তদন্তের উপসংহারে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে চার্জ শীট দাখিল করা হয় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২/২০১/34 ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়।আবেদনকারীরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন এবং নিজেদের বিচারের দাবি জানান।

5. বিচার চলাকালীন, সরকারপক্ষ ১৭ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং বেশ কয়েকটি নথি প্রদর্শন করে।

6. বিচারের শেষে, মাননীয় ট্রায়াল বিচারক ০৯.০২.২০১৬ এবং ১০.০২.২০১৬ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করেন এবং উপরোক্ত হিসাবে সাজা দেন।

নথিভুক্ত সাক্ষ্যঃ_

7. পি ডবলু ১ (নিমাই মান্না) প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী এবং মৃতের বাবা।তিনি বয়ান দেন যে তার ছেলে ১৩.১২.২০১২ তারিখে সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ হয়েছিল।তিনি তাঁর চাচার বাড়িতে এবং আপিলকারীদের বাড়িতে যেতেন।তিনি যখন আপিলকারীদের বাড়িতে যান, তখন তাঁরা তাঁকে তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দেননি।পরের দিন, তিনি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন।১৫.১২.২০১২ তারিখে ১.৩০ p.m.এ ভুক্তভোগীর মৃতদেহ ভূতেশ্বর করণের পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাঁরা আবেদনকারী পরীক্ষিত কাণ্ডার এবং পারুল মান্নার মুখোমুখি হন।তারা বলেছিল যে তারা

তার ছেলেকে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে।তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যা পি ডবলু ১৩ দ্বারা লিখিত ছিল। পি ডবলু ১ অভিযোগ করেন যে তিনি তদন্তত চলাকালীন তদন্তকারী আধিকারিকের (পি ডবলু ১৭) উদ্ধারকৃত বস্তুর নথির ক্ষেত্রেও স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

8.এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে নাবালক শিশুটি সন্ধ্যায় আপিলকারীদের বাসভবনে গিয়েছিল বা পরীক্ষিত কাণ্ডার এবং পারুল মান্নার কথিত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি এফ আই আর এ স্থান পায়নি যা মৃতদেহ উদ্ধারের তিন দিন পর নথিভুক্ত করা হয়।

9. পি ডবলু ৩ (শ্রীমতি কবিতা মান্না) নাবালকের মা।তিনি তার স্বামীকে (পি ডবলু ১) সমর্থন করেছেন। বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির বিষয়ে, তিনি বয়ান দেন যে পরীক্ষিত কন্দর এবং পারুল মান্না তাকে বলেন যে তার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে এবং মৃতদেহ ভূতেশ্বর করণের পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

10. তদন্তকারী আধিকারিকের জেরা থেকে (পি ডবলু ১৭) মনে হচ্ছে তার জবানবন্দি পুলিশের কাছে তার আগের বিবৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছিলেন যে পারুল মান্না একাই বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

11. পি ডবলু - 4 (বিমলেন্দু মান্না) মৃত ছেলেটির কাকা।তিনি তার ভাইকে (পি ডবলু ১) সমর্থন করেছেন। তিনি আরও বলেন, পারুল মান্না স্বীকার করেছেন যে তিনি ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে শিশুটিকে বুকে চেপে রেখেছিলেন এবং ফলস্বরূপ শিশুটি মারা যায়।তারা মৃতদেহটি পাটের বস্তায় রাখে এবং ঠাকুরঘরের সানশেডে রাখে।

পি ডবলু - ৫ (শর্মিলা জানা) ভুক্তভোগীর পিসি।তিনি বয়ান দেন যে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পরে পরীক্ষিত কাণ্ডার এবং পারুল মান্না বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।যাইহোক, তিনি স্বীকার করেছেন যে স্বীকারোক্তির আগে উক্ত আপিলকারীদের স্থানীয় লোকেরা হেনস্থা করেছিল।

12. পি ডবলু ১০ (শুভেন্দু মান্না), আরেক কাকা সরকারপক্ষের মামলাটি সমর্থন করেন।তিনি বলেছিলেন যে মৃতদেহ উদ্ধারের পর পরীক্ষিত কাণ্ডার এবং পারুল মান্না স্বীকার করেছেন যে তারা ছেলেটির মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করেছে এবং তার মৃতদেহ ভুতেশ্বর করণের পুকুরে ফেলে দিয়েছে।

13. পি ডবলু ৮(শেখ আব্দুল রসিদ) একজন পঞ্চায়েত সদস্য।তিনি বয়ান দেন যে ভূতেশ্বর করণের পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।মৃতদেহ উদ্ধারের পর তিনি আরও সাক্ষ্য দেন, পারুল মান্না বলেন যে তিনি শিশুটিকে তার বুকে চেপে রেখেছিলেন এবং ফলস্বরূপ শিশুটির মৃত্যু হয়।তিনি পারুল মান্নার বাড়ি থেকে ২১.১২.২০১২ তারিখে

পোশাকের পাশাপাশি পরীক্ষিত কন্দরের দেখানো অনুযায়ী পাটের ব্যাগ, বালিশ এবং কম্বল পুনরুদ্ধারের স্বাক্ষরকারী।তিনি বাজেয়াপ্ত তালিকায় তাঁর স্বাক্ষর প্রমাণ করেছিলেন।

14. পি ডবলু ৭ (শেখ কাসেদ), একটি সহ-গ্রামবাসী এবং পি ডবলু ১৬ (শ্রীমন্ত জানা), মৃতের কাকা সুরতহালের স্বাক্ষরকারী।

পি ডবলু ১১ (গোপাল পাত্র) এবং পি ডবলু ১৩ (শিত শঙ্কর মণ্ডল) সহ-গ্রামবাসী যারা ভুতেশ্বর করণের পুকুর থেকে জল পাম্প করার জন্য পাম্প সরবরাহ করেছিল।

15. পি ডবলু ১৫ (ডাঃ সমর সিংহ দাস) ময়নাতদন্তের ডাক্তার।তিনি সাক্ষ্য দেন যে তিনি ভুক্তভোগীর মৃতদেহের উপর নিম্নলিখিত আঘাতগুলি খুঁজে পেয়েছেনঃ_

"১) স্ক্যাল্প হিমোটোমা 2" "x 2" "উপরের অক্সিপিটাল অঞ্চলে হয়েছিল।"

২) উপরের ঠোঁটের উপর গভীর ক্ষত 1/2 "x 1/2" x পেশীতে হয়েছিল, আঘাতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলির প্রমাণ দেখায়।

16. তিনি মনে করেন যে মৃত্যু প্রাক-মৃত্যুর আঘাতের সাথে ডুবে যাওয়ার সম্পর্কিত প্রভাবের কারণে হয়েছিল।তিনি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রমাণ করেছেন।

পি ডবলু ১৭ (অভিজিৎ পাত্র) তদন্তকারী অফিসার।ছেলেটির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর তিনি .১৫.১২.২০১২ তারিখে জবানবন্দি দেন যে ইউ ডি কেস নং ২১৫/২০১২ তারিখ ১৫.১২.২০১২ নিবন্ধিত হয়েছিল।তিনি ইউডি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন।তিনি মৃতের দেহের উপর সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।তিনি প্রদর্শ- ৪/৪ হিসাবে চিহ্নিত সুরতহাল প্রতিবেদনটি প্রমাণ করেছিলেন।মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল।১৮.১২.২০১২ তারিখে , পিডব্লিউ ১, মৃতের বাবা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যার ফলে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। পিডব্লিউ ১৭ এই মামলার তদন্ত শুরু করেন।তিনি দেখতে পান যে পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডারকে কন্টাই এস. ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।তিনি তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য হাসপাতালকে অনুরোধ জানান।

২১.১২.২০১২ তারিখে তিনি আপিলকারী অর্থাৎ পারুল মান্নার বাড়ি থেকে ভুক্তভোগীর পরিহিত পোশাক বাজেয়াপ্ত করেন।পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডার এর দেখানো অনুযায়ী তিনি পাটের ব্যাগ, কম্বল এবং বালিশ বাজেয়াপ্ত করেন।তিনি বাজেয়াপ্ত করার তালিকা তৈরি করেছিলেন।তিনি চার্জশিট দাখিল করেছিলেন।

বিশ্লেষণ এবং ফলাফলঃ_

17. উপরোক্ত প্রমাণের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রসিকিউশন মামলার মূল ভরসাস্থল হল পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডারের অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয়

স্বীকারোক্তি।ভূতেশ্বর করণের পুকুর থেকে ভুক্তভোগীর দেহ উদ্ধার হওয়ার পরে স্থানীয় লোকেরা তাদের মুখোমুখি হয়।এরপর তারা স্বীকার করে যে তারা ভুক্তভোগীকে হত্যা করেছে এবং দেহটি পুকুরে ফেলে দিয়েছে।

18.আপিলকারীদের আইনজীবী শ্রী অরিন্দম জানা এবং মিসেস মানসী রায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলকারীদের দ্বারা অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তির প্রসিকিউশন মামলাটি একটি পরবর্তী চিন্তাভাবনা এবং তদন্ত কর্মকর্তা বিলম্বিতভাবে তৈরি করেছিলেন।পুনরুদ্ধারের তিন দিন পরে পিডব্লিউ ১-এর দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে এ স্থান পাওয়া যায় না।স্বীকার করা যায়, শিশুটির দেহ উদ্ধারের সময় পিডব্লিউ ১ উপস্থিত ছিল।দ্বিতীয়ত, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে ভূতেশ্বর করণ এবং আপিলকারী পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডার এবং পারুল মান্নাকে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার দিন স্থানীয় লোকেরা হেনস্থা করেছিল।তারা আহত হয় এবং ১৫.১২.২০১২ থেকে ২১.১২.২০১২ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় না যে, উক্ত আপিলকারীরা স্বেচ্ছায় বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।তৃতীয়ত, বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষীদের জবানবন্দি একে অপরের বিরোধী।

19. অন্যদিকে, শ্রী ঘোষ আবেদনকারীদের আচরণকে সবচেয়ে সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করেন।১৩.১২.২০১২ তারিখে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে দেননি।যখন ১৫.১২.২০১২ তারিখে ছেলেটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, তখন তার বাবা-মা এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা আপিলকারীদের মুখোমুখি হন।এরপর পারুল এবং পরীক্ষিত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি দেয়।

পারুল মান্না পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডারের বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পাওয়া আঘাতের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।তাই এগুলিকে অসত্য বলা যায় না।বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি, যদি স্বেচ্ছামূলক ও সত্য হয়, এবং হলে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি হতে পারে।কিন্তু কোনও আদালত এই ধরনের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করার আগে, স্বীকারোক্তিটি কি তা পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলকঃ_

i) স্বেচ্ছা

ii) সত্য ভাষণ যদি উভয় পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট করে, তবে আদালত তার নির্মাতাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করতে পারে।

20. সরকার পক্ষের মামলা অনুযায়ী, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সময় মৃতের মাসি পিডব্লিউ ৫ উপস্থিত ছিলেন।তিনি অকপটভাবে স্বীকার করেছেন যে স্বীকারোক্তির আগে গ্রামবাসীরা আপিলকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল।তার জবানবন্দি তদন্তকারী

কর্মকর্তা, পিডব্লিউ ১৭-এর প্রমাণ থেকে সমর্থন পায়, যিনি বয়ান দিয়েছিলেন পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডারকে (তথাকথিত স্বীকারোক্তি দেওয়া আবেদনকারীরা) কণ্টাই এস ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ১৫.১২.২০১২ তারিখে।এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডারকে শিশুটির হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল।একটি স্বীকারোক্তি যা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে বলা হয় তা কোনও কল্পনার প্রসারের দ্বারা স্বেচ্ছামূলক বলে বলা যেতে পারে না।

21. বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির বিশ্বাসযোগ্যতার কথা বলতে গেলে, আমি লক্ষ্য করছি যে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিটি মৃত ব্যক্তির বাবা পিডব্লিউ১-এর দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে (এফ আই আর) অনুপস্থিত।আমি সচেতন যে একটি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন (এফ আই আর) তথ্যের বিশ্বকোষ হতে হবে না।তবে, বর্তমান মামলায় মৃতদেহ উদ্ধারের তিন দিন পর এফআইআর দায়ের করা হয়। পিডব্লিউ ১ তার জবানবন্দিতে দাবি করেছে যে তিনি পুনরুদ্ধারের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তি শুনেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে, প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে এই গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থতাকে একটি নৈমিত্তিক বাদ দেওয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, তবে প্রসিকিউশন মামলার একটি ত্রুটি যা বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির বিশ্বাসযোগ্যতার উপর গুরুতর সন্দেহ সৃষ্টি করে। স্বীকারোক্তি প্রমাণ করতে চাওয়া সাক্ষীদের প্রমাণ একে অপরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পরস্পরবিরোধী।পিডব্লিউ ৩ আদালতে বলেছে যে স্বীকারোক্তিটি করেছে পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডার এবং পারুল মান্না কিন্তু তদন্তকারী অফিসারের সামনে সে দাবি করেছে যে স্বীকারোক্তিটি কেবল পারুলই করেছে।পি ডবলু ৪ এবং ৮ দাবি করেছে যে পারুল মান্না বলেছে যে শিশুটিকে তার বুকে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে চেপে রাখা হয়েছিল, যার ফলে সে মারা যায়।অন্যদিকে, পিডব্লিউ ১০ তথাকথিত স্বীকারোক্তি সম্পর্কে একটি ভিন্ন রূপ দিয়েছে।তাঁর দাবি, পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কান্দের ওরফে কাণ্ডার জানিয়েছেন যে তাঁরা মৃতের মাথায় আঘাত করে দেহটি পুকুরে ফেলে দিয়েছেন।স্বীকারোক্তি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীদের স্বীকারোক্তির সঠিক শব্দগুলি পুনঃ পেশ করার প্রয়োজন নেই।কিন্তু স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষীদের বক্তব্য যদি একে অপরের সাথে পরস্পরবিরোধী হয়, তবে স্বীকারোক্তি যে প্রমাণিত হয়েছে তা নিজেকে বোঝানো কঠিন হবে।ময়নাতদন্তের চিকিৎসকের মতে, মৃতের ঠোঁট এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে সাক্ষীদের এই ধরনের পরস্পরবিরোধী

বক্তব্য আমি মেনে নিতে পারছি না।

22. সুতরাং, আমি মনে করি যে পারুল এবং পরীক্ষিতের বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি আপিলকারীদের জড়িত করার জন্য একটি বিলম্বিত ষড়যন্ত্র এবং এর উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

23. আপিলকারী পারুল মান্নার দেখানো মতে আপিলকারীর বাড়ি থেকে পোশাক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আমি লক্ষ্য করছি যে পারুলের কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদর্শিত হয়নি।তদন্তকারী আধিকারিক (পি. ডব্লিউ. ১৭) এও দাবি করেন না যে, উক্ত আবেদনকারীর দ্বারা দেখানোর পর জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর এফআইআর দায়ের করা হয়।আপিলকারী পারুল মান্না এবং পরীক্ষিত কান্দের @ কাণ্ডার ১৫.১২.২০১২ তারিখ থেকে হাসপাতালে ছিলেন এবং গ্রামে না থাকায় অন্যান্য আপিলকারীদের গ্রেপ্তার করা যায়নি।

24.অতএব, আপিলকারীদের বাসস্থান খালি ছিল এবং উদ্ধারকাজ করা হয়েছিল ২১.১২.২০১২ তারিখে অর্থাৎ এফআইআর দায়েরের তিন দিন পর। আবেদনকারীদের পরিত্যক্ত বাড়ির পিছনের দিকে পরিধেয় পোশাকগুলি পোঁতার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।পাটের ব্যাগ, কম্বল এবং বালিশের মতো অন্যান্য উদ্ধারকৃত বস্তুগুলি নির্দোষ প্রকৃতির এবং আবেদনকারীদের জড়িত করার জন্য একটি অপরাধমূলক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

23. পিডব্লিউ ১ এবং অন্যদের তল্লাশির জন্য তাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করার জন্য আবেদনকারীদের আচরণ কিছু সন্দেহের জন্ম দিতে পারে তবে বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি এবং বিলম্বিত পুনরুদ্ধারের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহের মতো সবচেয়ে অপরাধমূলক পরিস্থিতির প্রমাণের অভাবে, আমি মনে করি প্রসিকিউশন মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়নি এবং আপিলকারীরা খালাস পাওয়ার যোগ্য

24. আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা বাতিল করা হয়।তদনুসারে, আপিল অনুমোদিত হল।

25. আপিলকারী, যেমন পরীক্ষিত কান্দের @ কাণ্ডার, পূর্ব মেদিনীপুরের বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির জন্য একটি বন্ড কার্যকর করার জন্য অন্য কোনও মামলায় না চাইলে অবিলম্বে হেফাজত থেকে মুক্তি পাবেন, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭এ ধারার শর্তে ছয় মাস ধরে কার্যকর থাকবে।

26. অন্যান্য আবেদনকারী যেমন, স্বপন মান্না, পারুল মান্না, ঝন্টু মান্না, মন্টু মান্না

এবং তপন মান্নাকে পূর্বোক্ত আইনের বিধান অনুসারে ছয় মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাদের জামিন বন্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

27. নিম্ন আদালতের নথি সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

28. এই রায়ের ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরে আবেদনকারীর কাছে উপলব্ধ করা হবে।

আমি সম্মতি জানাই।

আপিল অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।